মিলাদ ও কিয়ামের ইতিহাস

সূচনা ঃ প্রথম মিলাদ ও কেয়াম কে করেছিলেন?

পবিত্র মিলাদুন্নবীর ইতিহাস অতি প্রাচীন। মিলাদুন্নবীর সূচনা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। রোজে আজলে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামকে নিয়ে আল্লাহ এই মিলাদের আয়োজন করেছিলেন। নবীগণের মহাসম্মেলন ডেকে মিলাদুন্নবী মাহফিলের আয়োজক স্বয়ং আল্লাহ। তিনি নিজে ছিলেন মীর মজলিশ ও সভাপতি। সকল নবীগণ ছিলেন শ্রোতা। ঐ মজলিশে একলক্ষ চব্বিশ হাজার বা মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর (আঃ) উপস্থিত ছিলেন। ঐ মজলিশের উদ্দেশ্য ছিল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়া সাল্লামের বেলাদাত, শান ও মান অন্যান্য নবীগণের সামনে তুলে ধরা এবং তাঁদের থেকে তাঁর উপর ঈমান আনয়ন ও সাহায্য সমর্থনের প্রতিশ্রুতি আদায় করা। কোরআন মজিদের ৩য় পারা সূরা আলে এমরান ৮১-৮২নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ঐ মিলাদুন্নবী মাহফিলের কথা উল্লেখ করেছেন। নবীজীর সম্মানে এটাই ছিল প্রথম মিলাদ মাহফিল এবং মিলাদ মাহফিলের উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। সুতরাং মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান হচ্ছে আল্লাহর সুন্নাত বা তরিকা। ঐ মজলিশে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামও উপস্থিত ছিলেন। ঐ মজলিশে স্বয়ং আল্লাহ নবীজীর শুধু আবির্ভাব বা মিলাদের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সীরাতুন্নবীর উপর কোন আলোচনা সেদিন হয়নি। সমস্ত নবীগণ খোদার দরবারে দন্ডায়মান থেকে মিলাদ শুনেছিলেন এবং কিয়াম করেছিলেন। কেননা, খোদার দরবারে বসার কোন অবকাশ নেই। পরিবেশটি ছিল আদবের। মিলাদ পাঠকারী ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ এবং কেয়ামকারীগণ ছিলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম।

এই মিলাদ ও কেয়াম কোরআনের اِقْتِضَاءُ النَّصِّ দ্বারা প্রমানিত হলো ঃ উল্লেখ্য যে, কোরআন মজিদের নস্ (نَصٌّ) চার প্রকার। যথাঃ ইবারত, দালালাত, ইশারা ও ইক্বতিজা। উক্ত চার প্রকার দ্বারাই দলীল সাবেত হয়। (নূরুল আনওয়ার দেখুন) নিম্নে উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে ইবারতের দ্বারা প্রমানিত হয়েছে অঙ্গীকার/দালালাতের দ্বারা নবীগণের মাহফিল, ইশারার দ্বারা মিলাদ বা আবির্ভাব এবং ইক্তিজার দ্বারা কিয়াম প্রমানিত হয়েছে।

সুতরাং মিলাদুন্নবী মাহফিল কেয়ামসহ নবীগণের সম্মিলিত সুন্নাত ও ইজমায়ে আম্বিয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কোরআন মজিদের আলে এমরানের আয়াত ৮১-৮২ উল্লেখ করা হলো ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ

www.sunnibarta.com

جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ + قَالَ
اَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ + قَالُوْا اَقْرَرْنَا + قَالَ
فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ + فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ
فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ +

অর্থাৎ (৮১) "হে প্রিয় রাসুল! আপনি স্মরণ করুন ঐ দিনের কথা, যখন আল্লাহ তায়ালা সমস্ত নবীগণ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন এ কথার উপর যে, যখন আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করবো; তারপর তোমাদের কাছে আমার মহান রাসুল যাবেন এবং তোমাদের নবুয়ত ও কিতাবের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করবেন, তখন তোমরা অবশ্য অবশ্যই তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবে"। আল্লাহ বলেনঃ "তোমরা কি এ সব কথার উপর অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? (তখন) তাঁরা সকলেই সমস্বরে বলেছিলেন,— 'আমরা অঙ্গীকার করছি"। আল্লাহ বল্লেনঃ "তাহলে তোমরা পরস্পর সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে মহাসাক্ষী রইলাম"। (৮২) "অতঃপর যে কোন লোক এই অঙ্গীকার থেকে ফিরে যাবে- সেই হবে নাফরমান" (কাফের)।

উক্ত দুটি আয়াতের মধ্যে নবী করিম (দঃ)-এর ব্যাপারে ১০টি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যথা ঃ

১। এই ঐতিহাসিক মিলাদ সম্মেলনের ঘটনাবলীর প্রতি রাসুলে করিম (দঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ। যেহেতু নবী করিম (দঃ) ঐ সময়ে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

২। আল্লাহ কর্তৃক অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট থেকে নবীজীর শানে অঙ্গীকার আদায়।

৩। নবীগণের রমরমা রাজত্বকালে এই মহান নবীর আগমন হলে তাঁর উপর ঈমান আনতে হবে।

৪। তাঁর আগমন হবে অন্যান্য নবীগণের সত্যতার দলীল স্বরূপ।

৫। ঐ সময় নবীগণের নবুয়ত স্থগিত রেখে-নবীজীর উপর ঈমান আনয়ন করতে হবে ও উম্মতের মধ্যে শামিল হতে হবে।

৬। নবীজীকে সর্বাবস্থায় পূর্ণ সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকর আদায়। জীবনের বিনিময়ে এই সাহায্য হতে হবে নিঃশর্তভাবে।

৭। নবীগণের স্বীকৃতি প্রদান।

www.sunnibarta.com

৮। পরস্পর সাক্ষী হওয়া।

৯। সকলের উপরে আল্লাহ মহাসাক্ষী।

১০। ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম— নাফরমান ও কাফের সাব্যস্থ।

১০ নং দফায় নবীগণের উম্মত তথা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের পরিণতির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা নবীগণের অস্বীকারের প্রশ্নই উঠেনা। অস্বীকার করেছে ইয়াহুদী ও নাসারাগণ। সুতরাং তারাই কাফের।

তাওহীদ সম্মেলন ও রিসালাত সম্মেলনের গুরুত্ব ঃ (১ঃ১০)

(বিঃ দ্রঃ) বক্ষমান আয়াত দুটিতে রাসুলে পাকের রেসালতের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ১০টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন— যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু খোদার তাওহীদের ব্যাপারে মাত্র একবার ওয়াদা নেয়া হয়েছিল রোজে আজলে। সেখানে কোন তাকিদমূলক অঙ্গীকার ছিলনা এবং সাক্ষী সাবুদও রাখা হয়নি। যেমন ঃ আল্লাহ বলেনঃ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি কি তোমাদের প্রভূ ও স্রষ্টা নই? সমস্ত বনী আদম তখন উত্তরে বলেছিল قَالُوْا بَلٰى অর্থ্যাৎ তারা সবাই বললো- হ্যাঁ!

তাওহীদের ক্ষেত্রে একবার অঙ্গীকার আর সিরালাতের ক্ষেত্রে বার বার অঙ্গীকার একথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, তাওহীদের ক্ষেত্রে তেমন সমস্যার সৃষ্টি হবে না। কিন্তু রিসালাতের ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যা দেখা দিবে। কেউ মানবে, কেউ মানবেনা। নবী তো মানবীয় সুরতে যাবেন। তাঁর খাওয়া-দাওয়া চলাফেরা, উঠা-বসা, জাগতিক লেন-দেন মানুষের মতই হবে। এগুলো দেখে তাঁর নবুয়ত ও রিসালাত এবং তাঁর বিশেষ মর্যাদার কথা মানুষ খুব কমই অনুধাবন করতে পারবে। তাঁর সাথে বেয়াদবীপূর্ণ আচরণ করবে। এজন্যই নবীজীর নবুয়ত ও রিসালাত সম্পর্কে এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও তাঁর সমর্থন উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াবাসীকে নবীজীর শান-মান ও আগমনের গুরুত্ব উপলব্ধি করার তাকিদ করেছেন। মিলাদুন্নবীর মূল আলোচ্য বিষয়ই উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহর রবুবিয়াত অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ কোন ফতোয়া দেননি। কিন্তু নবীজীর রিসালাত ও শান-মান অস্বীকারকারীকে কাফের বলেছেন।